একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে প্রভু কৃষ্ণলোকতত্ত্ব, পরব্যোম-তত্ত্ব, কারণবারি-তত্ত্ব এবং মায়িকব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া দ্বারকায় ব্রহ্মার দর্পহরণরূপ কৃষ্ণের একটী লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তদনন্তর গ্রন্থকার মহাপ্রভুর বাক্য বলিয়া কৃষ্ণ-রূপের সৌন্দর্য্য-প্রকাশক কয়েকটী মধুর পদ্য লিখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গ্রন্থকারের গৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-বর্ণনে মঙ্গলাচরণ ঃ—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-শীকরম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পরব্যোমে সকল বিষ্ণু-বিগ্রহের অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ধাম ঃ—

"সর্ব্বস্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে ।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে ॥ ৩ ॥

শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটী-যোজন ।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥ ৪ ॥

পরব্যোমে আধার ও আধেয়, ধাম ও বিগ্রহ—অভিন্ন শুদ্ধসত্ত্বচিদ্বিলাসময় ভগবদ্বিগ্রহ ঃ—

সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক, আনন্দ-চিন্ময় ।
পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ সব হয় ॥ ৫ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার ।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥ ৬ ॥

গোলোকই সহস্রদল-পদ্মতুল্য পরব্যোমের 'কর্ণিকার'—

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী ।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোকে 'কর্ণিকার' গণি ॥ ৭ ॥

বিষ্ণু ও বিষ্ণুধাম, উভয়েই অধোক্ষজ বলিয়া ব্রহ্মাদিরও অনধিগম্য ঃ—

এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য, স্থান, অবতার ।
ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়—জীব কোন্ ছার ॥ ৮ ॥

অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বিষ্ণু—মনোধর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥৯॥

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মগণকেরও বিষ্ণুগুণ-পরিমাণে অসামর্থ্য ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ং শেষও কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষ পান না ঃ—

ব্রহ্মাদি রহু—সহস্রবদনে 'অনন্ত' ।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগতির গতি এবং হীনগণের প্রতি অধিক অর্থ-দাতা বা উপকারক শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করত তাঁহার মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যকণা বর্ণন করিতেছি।

৭। চিন্ময়জগৎ—একটী পদ্মস্বরূপ ; সেই পদ্মের উচ্চ (মধ্য) ভাগ 'কর্ণিকার' রূপী কৃষ্ণলোকের চতুর্দ্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম বিরাজমান।

৯। হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর, এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোথায়, কিরূপ, যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া তুমি কখন ক্রীড়া করিয়া থাক, তাহা কে জানিতে পারে?

১১। পণ্ডিতসকল ভূমির রেণুকণ এবং আকাশের হিমকণ, নক্ষত্রাদি কাল গণনা করিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা, জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং অনন্তগুণরূপ যে তুমি, তোমার গুণসকল গণনা করিতে সমর্থ হয়?

অনুভাষ্য

১। অগত্যেকগতিং (গতিহীনানাম্ একাবলম্বনং) হীনার্থাধিক-সাধকং (হীনানাং কৃষ্ণপ্রেম-দরিদ্রাণাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি তেষাম্ অধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকং) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (প্রণম্য) অস্য ভগবতঃ (চৈতন্যদেবস্য) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং (মাধুর্য্যৈ যদৈশ্বর্য্যং, মাধুর্য্যম্ ঐশ্বর্য্যঞ্চ বা, তয়োঃ শীকরং কণং) লিখামি।

৪। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বৈকুণ্ঠের পরিমাণ নাই। বৈকুণ্ঠ—শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি বা অসংখ্য যোজনবিশিষ্ট। যাহাতে কোনপ্রকার পরিমাণবিশিষ্ট কুণ্ঠধর্ম্ম নাই, তাহাই 'বৈকুণ্ঠ'।

৮। বৈকুণ্ঠের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট অবতারের সীমা মায়িক রাজ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা বা শিবাদির গোচর হইতে পারে না—বশ্য জীবের ত' কথাই নাই।

৯, ১১। গো-বৎস হরণ-ফলে ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চূর্ণ

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪১)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ১৩ ॥

সাক্ষাৎ কৃষ্ণের নিকটও কৃষ্ণগুণ অপরিমেয় ঃ—

তেঁহো রহু—সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিসকলই মায়াধীশ পুরুষের অন্ত জানিতে পারি না ; অপরে কে জানিবে? সহস্রানন অনন্তদেবও তাঁহার গুণগণ গান করিতে করিতে আজ পর্য্যন্ত পার পান নাই।

অনুভাষ্য

হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব অবগত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে স্তব করিতেছেন,—

হে ভূমন্ (বিরাট্), ভগবন্, পরাত্মন্, যোগেশ্বর ভবতঃ উতীঃ (লীলাঃ) ক্ব বা, কথং বা, কদা বা, কতি বা, যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি, ইতি ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি? [ন কোঽপি জানাত্যতোঽচিন্ত্যং তব যোগমায়াবৈভবমিতি ভাবঃ]।

যৈঃ সুকল্পৈঃ (সুনিপুণৈঃ জনৈঃ বহুজন্মনা) বা [বিতর্কৈ] কালেন ভূ-পাংশবঃ (পৃথ্বীপরমাণবঃ) খে (আকাশে) মিহিকাঃ (হিমকণাঃ) দ্যুভাসঃ (দিবি জ্যোতিষ্কাণাং কিরণপরমাণবঃ) অপি বিমিতাঃ (বিশেষেণ গণিতাঃ) [তেষাং] কে (লোকাঃ) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (মঙ্গলায় প্রকটমানস্য, পালনায় বহু-গুণাবিষ্কারেণ অবতীর্ণস্য বা) গুণাত্মনঃ (ত্রিগুণাধিষ্ঠাতুঃ) তে (তব) গুণান্ অপি [পুনঃ] বিমাতুং (এতাবন্তঃ ইতি গণয়িতুম্) ঈশিরে (সমর্থাঃ বভূবুঃ, দূরতঃ তদ্বিশেষবার্ত্তা ইত্যর্থঃ)। ভাঃ ২।৭।৪০ ও ১১।৪।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২। চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা বা পঞ্চমুখে শিব দূরে যাউক—অনন্তদেব নিরন্তর সহস্রমুখে গান করিয়াও যাঁহার গুণের সীমা প্রাপ্ত হন না। পাঠান্তরে,—"ব্রহ্মাদি রহু, অনন্ত সহস্রবদন। নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গণন।।"

১৩। ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য নারদের নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা-বতারসমূহের চেষ্টা, প্রয়োজন ও বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া তাঁহার দুর্জ্জেয় ও অপরিমেয় শক্তিবৈভব বলিতেছেন,—

পুরুষস্য (ভগবতঃ) বিষ্ণোঃ মায়াবলস্য (মায়াবিভূতেঃ)

অতন্নিরসনপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ-বর্ণনানন্তর সবিশেষ বিগ্রহ-বর্ণনেই শ্রুতি পর্য্যবসিত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৪১)—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রজে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ-লীলা-বর্ণন ঃ—

সেহ রহু—ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। আপনি—অনন্ত, সেইজন্য সেই দেবতাগণ আপনার অন্ত পান নাই। আপনিও আপনার গুণের অন্ত পান না। আকাশে পরমাণুগণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই কারণে শ্রুতিগণ আপনাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, যাহাকেই লক্ষ্য করে, তাহা আপনি নন—এইরূপ করিতে করিতে সমস্তই আপনাতে পর্য্যবসিত হয় ; এইরূপ স্থির করিয়া আপনিই যে সকলের আধার,—এই সিদ্ধান্ত করে।

অনুভাষ্য

অন্তম্ অহং (ব্রহ্মা) ন বিদামি (বেদ্মি, তথা) তে (তব) অগ্রজাঃ (ভ্রাতরঃ) অমী মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) চ ন জানন্তি ; দশশতাননঃ (সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ শেষঃ (ভূধারী অনন্তঃ) অপি অস্য (ভগবতঃ) গুণান্ গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) অধুনা (সাম্প্রতম্) অপি পারং (সীমানং) ন সমবস্যতি (নিশ্চিনোতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, অতঃ) যে অপরে (লোকাঃ, তে) কুতঃ [বিদন্তীতি ভাবঃ]।

১৪। তেঁহো রহু—অনন্তদেব দূরে থাকুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজ গুণের সীমা প্রাপ্ত না হইয়া তৃষ্ণান্বিত।

১৫। জনলোকে ব্রহ্মসত্রযজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক (কৃত) এই ভগবৎস্তুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আবার আদি ঋষি নারায়ণ দেবর্ষি নারদের নিকট পরে বর্ণন করিয়াছিলেন,—

হে ভগবন্, দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাধিপাঃ লোকপতয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) এব (অপি) তে (তব) অনন্ততয়া (অন্তাভাবেন) অন্তং (গুণসীমাং) ন যযুঃ (প্রাপুঃ—যৎ অন্তবদ্বস্তু, তৎ কিমপি ত্বং ন ভবসীত্যর্থঃ) ; [আস্তাং দ্যুপতয়ঃ,] যদ্ (যস্মাৎ) ত্বমপি [স্বয়ম্ আত্মনঃ অন্তম্ অনন্ততয়া ন যাসি] ; ননু (অহো) যদ্ (যস্য তব) অন্তরা (মধ্যে) সাবরণাঃ (উত্তরোত্তরং দশগুণসপ্তাবরণ-সমন্বিতাঃ) অণ্ডনিচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ড-গণাঃ) বয়সা (কালচক্রেণ) খে (আকাশে) রজাংসি ইব সহ [একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ] বান্তি

গোবৎস-হরণ-হেতু চিদ্বিলাস প্রকটপূর্ব্বক ব্রহ্মার দর্প-নাশ ঃ—

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈলা একক্ষণে ।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্ব-স্ব-নাথ-সনে ॥ ১৭ ॥

সেই লীলার পরম-চমৎকারিতা ঃ—

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত ।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অসংখ্য গো ও গোবৎস-প্রকটন ঃ—

"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ"—**শুকদেব-বাণী ।**
কৃষ্ণ-সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি ॥ ১৯ ॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ ।
কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, তাহার গণন ॥ ২০ ॥
বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
গোপগণের যত, তার নাহি লেখা-পার ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ-প্রকটিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠনাথ ও ব্রহ্মাণ্ডপতির কৃষ্ণস্তুতি ঃ—

সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি ।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ হইতে লীলা-প্রকাশ, কৃষ্ণেই সঙ্গোপন ঃ—

এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে ।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার বিস্ময় ও মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছান্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য অবগতি ঃ—

ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা মোহিত, বিস্মিত ।
স্তুতি করি' সেই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥ ২৪ ॥

অধোক্ষজ কৃষ্ণবৈভব-নির্ণয়ে স্বীয় অক্ষমতা-জ্ঞাপন ঃ—

"যে কহে,—'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ ।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥ ২৫ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু ।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥" ২৭ ॥

কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন-ধাম ঃ—

কৃষ্ণের মহিমা বহু—কেবা তার জ্ঞাতা ।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥ ২৮ ॥

বৃন্দাবনের একদেশে পরব্যোমস্থ অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ ঃ—

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন,—শাস্ত্রের প্রকাশে ।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে ॥ ২৯ ॥

অসীম কৃষ্ণবৈভবসিন্ধুর একবিন্দু-নির্দ্দেশ ঃ—

অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের—নাহিক গণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭-২০। কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপসকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু, সমস্তই প্রকট করিয়াছিলেন। চিন্ময় গো, গোপবালক ও অশেষ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মার সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলে চিত্তমল ধৌত হয়। 'অসংখ্য কৃষ্ণবৎস' এই শব্দদ্বারা কৃষ্ণের গোবৎস-সকল এবং গোপবালকসকল অসংখ্যরূপে প্রকট হইল।

অনুভাষ্য

(পরিভ্রমন্তি) ; যদ্ (যস্মাৎ) শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন (নিরন্তরং জড়নিষেধেন) ভবন্নিধনাঃ (ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তিঃ যাসাং তাঃ সত্যাঃ) ত্বয়ি (চিদ্বিলাস-বিশেষময়ে) হি ফলন্তি (পর্য্যবসন্তি)।

১৭। একক্ষণমধ্যে কৃষ্ণ পরব্যোমনাথ-সহ অসংখ্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ এবং বহু ব্রহ্মাদি সহ অসংখ্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন।

১৮। অবধূত—কম্পিত, আন্দোলিত, উদ্বেলিত, অভিভূত, পরাহত। পাঠান্তরে, "যাঁহার শ্রবণে চিত্ত-মল হয় ধূত।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। যাঁহারা বলেন,—'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।

২৯। ব্রজমণ্ডলে যে দ্বাদশবন আছে—যে সমস্ত মিলিয়া চৌরাশি ক্রোশ হয়, তন্মধ্যে বৃন্দাবন-নামক বনটি—বর্ত্তমান বৃন্দাবন-নগরের সীমা হইতে নন্দগ্রাম বৃষভানুপুর পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ।

৩০। শাখা-চন্দ্র-ন্যায়—চন্দ্রের এক শাখা দেখাইয়া যেমন চন্দ্রের পরিচয় দেওয়া যায়, সেইরূপ কোন তত্ত্বের এক দেশ

অনুভাষ্য

১৯। ভাঃ ১০।১২।৩ শ্লোকের প্রথম চরণ।

২০। একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতং চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ।। বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্।। *

২৭। গো-বৎস-হরণফলে ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চূর্ণ

** দশ দশ বৃদ্ধিদ্বারা যথাক্রমে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য ও পরার্দ্ধ সংখ্যার গণনা হইয়া থাকে।*

বাঙ্মানসাতীত কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বর্ণনে ব্রহ্মার বিহ্বলতা ঃ—

ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য-সাগর ।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা, প্রভু হইলা ফাঁপর ॥ ৩১ ॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে ।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৩২ ॥

ত্রিসর্গাধীশ অদ্বিতীয় অবিনশ্বর লোকপতিগণ-পূজিত বিগ্রহ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥৩৩॥

কৃষ্ণ—(১) অসাম্যাতিশয় ঃ—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ—(২) ত্র্যধীশ ; (ক) গুণাবতারগত ১ম (বাহ্য) অর্থঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর ।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দেখাইয়া সর্ব্বদেশের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দেওয়া যায়। এই ন্যায়কে 'শাখা-চন্দ্র-ন্যায়' বলে।

৩৩। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর, অতএব তিনি সমান-হীন ও অতিশয় রহিত এবং স্বারাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। চির-লোকপালসকল তাঁহার পূজা দিতে আসিয়া তাঁহার পাদপীঠ স্তুতি করিতে গিয়া মস্তকে শোভিত কিরীটকোটি সকল নত করিয়া শব্দ করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

হইলে ব্রহ্মা কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও অধোক্ষজত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে প্রভো, জানন্তঃ (বিজ্ঞাঃ ত্বদচিন্ত্যানন্তগুণগণজ্ঞানা-ভিমানিনঃ) এব জানন্তু, বহূক্ত্যা (অতি প্রজল্পেন) কিম্ (অধিক-বাগ্বেগেন ফলং নাস্তীত্যর্থঃ)। তব বৈভবং মে (মম ব্রহ্মণঃ) বপুষঃ মনসঃ বাচঃ (কায়মনোবাক্যানাং) ন গোচরঃ (ন বিষয়ঃ, ন স্পর্শাধিকারঃ ভবতি)।

২৯। শাস্ত্রে বৃন্দাবন 'ষোলক্রোশ' বলিয়া উক্ত আছে। ইহারই একপার্শ্বে যাবতীয় বৈকুণ্ঠ ও সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রকাশিত।

৩৩। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণের বিলাস' এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে উত্তরপক্ষ বর্ণনে ৩০২-৩২৩ সংখ্যায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ও কারিকা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে শ্রীল উদ্ধব তদ্বিয়োগ-জন্য শোকা-কুল হইয়া শ্রীবিদুরের নিকট কৃষ্ণের বাল্যচরিত ও পারমৈশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

স্বয়ং [ভগবান্] তু অসাম্যাতিশয়ঃ (ন সাম্যম্ অতিশয়শ্চ যস্মাৎ সঃ অসমোর্দ্ধঃ), ত্র্যধীশঃ (গোলোকপরব্যোমদেবীধাম্নাং, গোকুল-মথুরা-দ্বারকাধাম্নাং বা, কারণং চ সমষ্টিঃ হিরণ্যোগর্ভো বা ব্যষ্টিঃ বিরাট্ বেতি সর্গত্রয়াণাং বা, সত্ত্বরজস্তমোগুণাধিষ্ঠাতৃণাং বিষ্ণুব্রহ্মাশিবানাং বা, চিজ্জীবমায়াশক্তীনাং বা, ভূর্ভুবঃস্বরিতি ব্যাহৃতিত্রয়াণাং বা, স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল-লোকত্রয়াণাং বা ঈশঃ অধিপতিঃ) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ (পরমচিদানন্দস্বরূপ-সম্পত্ত্যা এব লব্ধনিখিলভোগঃ) বলিং (করম্ অর্হণং বা) হরদ্ভিঃ (সমর্পয়দ্ভিঃ) চিরলোকপালৈঃ (চিরকালীনৈঃ ব্রহ্মারুদ্রাদ্যৈঃ) কিরীট-কোটীড়িত-পাদপীঠঃ (কিরীটকোটিভিঃ কোটি মুকুটাগ্রৈঃ ঈড়িতং বন্দিতং পাদপীঠং পাদসিংহাসন যস্য সঃ—উগ্রসেনং যৎ ন্যবোধয়ৎ, তৎ নঃ বিগ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ)।

৩৫। আদি, ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬। ব্রহ্মা—জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু—জগৎপালনকর্ত্তা, হর —জগৎসংহারকর্ত্তা, এই কর্ত্তৃত্রয় কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ; কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর।

অমৃতানুকণা—৩৩। শ্রীশ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থে আলোচ্য 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ' (ভাঃ ৩।২।২১)-শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা স্বীয় কারিকা-মধ্যে প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার,—'অসাম্যাতিশয়ঃ'—যাঁহার অন্যের সহিত সাম্য নাই এবং যাঁহা হইতে আধিক্য নাই, এই দুই বিশেষণদ্বারা সকল ভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে পরব্যোমনাথ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল। 'স্বয়ং'—এই পদদ্বারা অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত হয় নাই, ইহাই কথিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধেও কথিত হইয়াছে,—'অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ' (ভাঃ ৯।১১।২০)—তাঁহার প্রভাব আধিক্য ও সাম্যরহিত। কিন্তু তথাপি ইহাতে 'স্বয়ং' এই পদটী প্রযুক্ত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামের ঐক্য-হেতুই উক্ত "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ" বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে,—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নরস্বভাবের সাম্য আছে এবং সেহেতুই শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরামরূপ অতিশয় প্রিয়। তাহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্যেও ব্যক্ত হইয়াছে,—"অন্তরঙ্গাস্বরূপা সে মৎস্য-কূর্ম্মাদয়স্ত্বমী। সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ।।" অর্থাৎ 'মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসমূহ আমার অন্তরঙ্গস্বরূপ ; ইঁহাদের মধ্যে তথাপি দশরথপুত্র শ্রীরাম-স্বরূপই সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ নরলীলাদি-সাম্যে আমার অতিশয় প্রিয়।' "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ", "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩৭ ॥

(খ) পুরুষাবতারগত ২য় (বাহ্য) অর্থ ঃ—

এ সামান্য, ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥ ৩৮ ॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥ ৩৯ ॥
এই তিন—সর্ব্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর।
ইঁহো—কলা-অংশ যাঁর, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৪)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইব যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

(গ) কৃষ্ণাধীনধামগত ৩য় (গুহ্য) অর্থ ঃ—

এই অর্থ—বাহ্য, শুন 'গূঢ়' অর্থ আর।
তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥ ৪২ ॥

(১) অন্তরাবাস গোলোক-বৃন্দাবন-বর্ণন ঃ—

'অন্তঃপুর'—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ॥ ৪৩ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া—দাসী, যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ॥ ৪৪ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥ ৪৫ ॥

(২) মধ্যমাবাস বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-বর্ণন ঃ—

তার তলে পরব্যোম—'বিষ্ণুলোক'-নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য

৩৭। মধ্য, ২০শ পঃ ৩১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯। মহাবিষ্ণু—কারণোদশায়ী অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী ; পদ্মনাভ—ব্রহ্মার স্রষ্টা গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টি বা সূক্ষ্মান্তর্যামী ; এবং ক্ষীরোদকস্বামী—বিষ্ণু অর্থাৎ বিরাট্, ব্যষ্টি স্থূলান্তর্যামী।

৪১। আদি, ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪২। তিন আবাস-স্থান—(১) অন্তরাবাস গোলোক, (২) মধ্যমাবাস পরব্যোম, (৩) বাহ্যাবাস দেবীধাম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। করুণাসমূহদ্বারা কোমল, মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষযুক্ত ব্রজরাজনন্দন জয়যুক্ত হওয়ায় আমাদিগের চিন্তাকণিকারও অভ্যুদয় হয় না।

অনুভাষ্য

৪৫। করুণানিকুরম্বকোমলে (করুণাসমূহেন কোমলঃ স্বভাবঃ যস্য সঃ তস্মিন্) মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি (মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-বিচিত্র-সম্পত্তিসম্পন্নে) ব্রজরাজনন্দনে (কৃষ্ণে) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বতি) নঃ (অস্মাকং) চিন্তাকণিকা (চিন্তালবমাত্রম্ অপি) ন অভ্যুদেতি (আবির্ভবতি)।

স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পরমৈশ্বর্য্য-বর্ণনায় যে 'স্বয়ং'-পদ দুইবার উক্ত হইয়াছে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অন্য স্বরূপের সহিত সাধর্ম্ম্যের ঐক্যহেতু নহে,—তাঁহার আধিক্যই স্বতঃসিদ্ধ।

"ত্র্যধীশঃ"—গোলোক, মথুরা এবং দ্বারকা-নামক যে ধামত্রয় আছে, উহাদের অধিপতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধীশ্বর ; অথবা প্রকৃতির ঈশ (নিয়ন্তা) কারণোদশায়ী, বিরাটের অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী—এই পুরুষাবতার-ত্রয়ের উপরিস্থ ঈশ্বর বলিয়া তিনি 'ত্র্যধীশ'। 'স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা আপ্তসমস্তকামঃ'—স্বারাজ্য-লক্ষ্মীহেতু সমস্ত কাম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি 'স্ব'-দ্বারা অর্থাৎ আত্মদ্বারা অথবা আত্মভূতা শ্রেষ্ঠশক্তিদ্বারা বিরাজ করেন বলিয়া তিনি 'স্বরাট্' ; সেই স্বরাট্জনিত ভাব (ধর্ম্ম)ই—'স্বারাজ্য' নামে অভিহিত। সেই স্বারাজ্যই লক্ষ্মী—সর্ব্বাতিশায়িণী সম্পত্তি ; সেইহেতু সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ; 'সমস্তকাম'-শব্দে—অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধিসমূহ।

'চিরলোকপাল'—চির অর্থাৎ চিরজীবী (দীর্ঘজীবী), লোকপাল—পদ্মজ ব্রহ্মাদি ; সেই লোকপালগণের কিরীট-কোটীদ্বারা অর্থাৎ শত শত অর্ব্বুদ মুকুটদ্বারা যাঁহার পাদপীঠদ্বয় (পাদুকাদ্বয়) 'ঈড়িত' অর্থাৎ সংস্তুত হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণ। হীরকাদি রত্নময় মুকুটসমূহদ্বারা পাদপীঠের সংঘট্ট হইতে উত্থিত যে-শব্দপরম্পরা, তাহাই 'স্তুতি'-রূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে। 'বলিং হরদ্ভিঃ'—নিজ নিজ কার্য্যে অবস্থিত ব্রহ্মাদি লোকপালগণের দ্বারা ভগবানের আজ্ঞাপালনই এস্থলে 'বলিহরণ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বিচিত্র নানাবিধ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবৎশক্তিতে প্রকাশমান। শ্রীহরির শক্তির বিচিত্রতাহেতু কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি শতকোটী যোজন, কতগুলির নিখর্ব্ব যোজন, কতগুলির পদ্মাযুত যোজন, আর কতকগুলির পরার্দ্ধশত যোজন। তাহাদের মধ্যে কতক ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি ভুবন, কতক ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে অযুত, বা কোন ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ ভুবন আছে। সেইসকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান। তাঁহারা 'চিরলোকপাল' বলিয়া কথিত। তাঁহাদের কোটী কোটী মুকুটদ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে।

'মধ্যম-আবাস' কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥ ৪৭ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি' ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৩)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

বিরজার অবস্থান-বর্ণন ঃ—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৭)—

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ ৫০ ॥

পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠাবস্থান-বর্ণন ঃ—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥

(৩) বাহ্যাবাস দেবীধামই জীবভোগক্ষেত্র মায়ারাজ্য ঃ—

তার তলে 'বাহ্যাবাস' বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥ ৫২ ॥
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়াদাসী ॥ ৫৩ ॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥ ৫৪ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময় চিচ্ছক্তিবিলাস তদ্রূপবৈভব—কৃষ্ণের ত্রিপাদ-বিভূতি, দেবীধাম—একপাদ-বিভূতি ঃ—

চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য-নাম।
মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান ॥ ৫৫ ॥

ত্রিপাদবিভূতি—মায়াতীতা ও একপাদবিভূতি মায়িক ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫৬৩)—

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥ ৫৬ ॥

একপাদবিভূতি দেবীধামের বর্ণন ঃ—

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। গোলোকনামা নিজ-ধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধামনিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

৫০। প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম, এই দুয়ের মধ্যে বিরজা-নদী ; তাহা—মঙ্গলজনক বেদাঙ্গ অর্থাৎ পুরুষের ঘর্ম্মজনিতজলে স্রাবিত।

৫১। সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত পরম পদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত, পরব্যোম আছেন ; তাৎপর্য্য এই যে,—পরব্যোম—চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ-বিভূতি তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান। মায়িকব্যাপার-সমুদায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদবিভূতি মাত্র।

অনুভাষ্য

৪৯। তস্য (কৃষ্ণস্য) গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে (নিম্ন-ভাগে) দেবীমহেশহরিধামসু (পারম্পর্য্যক্রমেণ বৈকুণ্ঠ-শিবধাম-দেবীধামসু) তেষু তেষু চ যেন (গোবিন্দেন) তে তে প্রভাব-নিচয়াঃ (বিক্রমসমূহাঃ) বিহিতাঃ (স্থাপিতাঃ) চ, তম্ আদি-পুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৫০। প্রধান-পরমব্যোম্নোঃ (দেবীধাম-বৈকুণ্ঠয়োঃ) অন্তরে (মধ্যে) বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ (বেদাঃ অঙ্গানি যস্য—"অস্য নিশ্বসিতম্" ইতি শ্রুতেঃ, তস্য ভগবতঃ ঘর্ম্মোদ্ভবৈঃ) তোয়ৈঃ (সলিলৈঃ) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা) শুভা (জড়ক্রিয়াহীনা নৈষ্কর্ম্মরূপিণী চিন্মাত্রময়ী) বিরজা নদী [বর্ত্ততে]।

৫১। তস্যাঃ (বিরজায়াঃ নদ্যাঃ) পারে (তটে) ত্রিপাদ্ভূতং (তুরীয়ং) সনাতনম্ (নিত্যবর্ত্তমানম্) অমৃতম্ (অক্ষয়ং) শাশ্বতং নিত্যম্ অনন্তং পরমং পদং পরব্যোম।

৫৩। জীব—ভোগপরায়ণ বদ্ধজীব দেবীধামে বাস করে ; স্বারাজ্যলক্ষ্মী কৃষ্ণসেবিকা হইয়া কৃষ্ণের অভিলাষ পূরণ করেন, জগল্লক্ষ্মী দেবীধামবাসী জীবগণের রক্ষা করেন। 'যাঁহা'—এই দেবীধামে জগল্লক্ষ্মীর দাসী মায়াই অধিষ্ঠাত্রী।

৫৪। তিন ধাম—সর্ব্বোপরিধাম গোলোক, হরিধাম-পরব্যোম ও দেবীধাম। দেবীধাম হইতে মুক্ত জীব পরব্যোমে হরিসেবা না পাইলে মহেশ-ধাম লাভ করে। দেবীধামের উপরে হইলেও উহা হরিধাম-পরব্যোম নহে।

৫৫। হরিধাম-পরব্যোম ও গোলোক—অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি-বিভূতিবিশিষ্ট ধাম ; তাহা 'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য'-নামে আখ্যাত। মায়িকবিভূতিযুক্ত দেবীধাম—'একপাদ'—নামে প্রসিদ্ধ।

৫৬। তৎপদং ত্রিপাদবিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদভূতং হি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। 'ত্রিপাদবিভূতি' ধাম বলিয়া সেই পদকে ত্রিপাদভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক বিভূতি—একপাদমাত্র।

'চিরলোকপাল'-শব্দের অর্থ ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ ।
চিরলোকপাল-শব্দে তাঁহার গণন ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্যদর্শনার্থ আগত ব্রহ্মার দর্প-নাশ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক আখ্যান ঃ—

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে ।
ব্রহ্মা আইলা,—দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণ কহেন,—"কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?"
দ্বারী আসি' ব্রহ্মারে পুছে আর বার ॥ ৬০ ॥
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা ।
'কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥' ৬১ ॥
কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ব্রহ্মারে লঞা গেলা ।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণ মান্য-পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল ।
"কি লাগি' তোমার ইঁহা আগমন হৈল?" ৬৩ ॥
ব্রহ্মা কহে,—"তাহা পাছে করিব নিবেদন ।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন ॥ ৬৪ ॥
'কোন্ ব্রহ্মা?' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে?" ৬৫ ॥
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে ।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥ ৬৬ ॥
দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন ।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন ।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-নয়ন ॥ ৬৮ ॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা ।
হস্তিগণ-মধ্যে যেন মশক রহিলা ॥ ৬৯ ॥
আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লিখিতে কেহ নারে ।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥ ৭১ ॥
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি ।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি' ॥ ৭২ ॥
যোড়-হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন ।
"বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥ ৭৩ ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি' ।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি' শিরে ধরি' ॥" ৭৪ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"তোমা-সবা দেখিতে চিত্ত হৈল ।
তাহা লাগি' এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥ ৭৫ ॥
সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্য-ভয়?"
তারা কহে,—"তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥ ৭৬ ॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়াছিল ভার ।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলা সংহার ॥" ৭৭ ॥
দ্বারকাদি বিভূতির এই ত' প্রমাণ ।
'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সবার হৈল জ্ঞান ॥ ৭৮ ॥
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল ।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল ॥ ৭৯ ॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব-ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা ।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা ॥ ৮০ ॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার ।
কৃষ্ণের চরণে আসি' কৈলা নমস্কার ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মা বলে,—"পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিলুঁ ।
তার উদাহরণ আমি আজি ত' দেখিলুঁ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো-বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণ কহে,—"এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

(ত্রিচরণাত্মকম্ এব উচ্যতে) ; যতঃ সর্ব্বা মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা (একচরণা) প্রোক্তা (কথিতা)।

৫৮। চিরলোকপাল—ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারিক চিরস্থায়ি-কার্য্যকারক ব্রহ্মারুদ্রাদি ; লোকপাল-শব্দে সাধারণতঃ অষ্ট-দিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নির্ঋতি, বায়ু, কুবের ও শিব।

৫৯-৮৯। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণের বিলাস' এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে শ্রীরূপকৃত-ব্যাখ্যা ও কারিকায় ৩১৩-৩২৩ সংখ্যায় এই আখ্যানটী বর্ণিত আছে।

অনুভাষ্য

৭৯। কৃষ্ণ এবং দ্বারকা-ধামের অলৌকিক বিভূতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুভব করিলেন। যদিও দশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি-মুখযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ একত্র মিলিত হইলেন এবং এই সম্মিলন চতুর্ম্মুখ ও কৃষ্ণ দেখিলেন, তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় আগত বৃহৎ ব্রহ্মা ও বৃহৎ শিবসমূহের পরস্পরের সাক্ষাৎকার হয় নাই ; অথবা, ব্রহ্মশিবপুঞ্জের এতাদৃশ সংঘট্ট হইল যে, তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি করিবার একেবারেই অবসর হয় নাই এবং কেহ কাহাকেও আদর বা অভ্যর্থনাও করিবার অবকাশ পান নাই।

কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি ।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥ ৮৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন ।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥" ৮৬ ॥
'একপাদ বিভূতি', ইহার নাহি পরিমাণ ।
'ত্রিপাদ বিভূতি'র কেবা করে পরিমাণ ॥ ৮৭ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্ ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণবৈভব—দুর্জ্ঞেয় ঃ—

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায় ।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায় ॥ ৮৯ ॥

(ঘ) কৃষ্ণের তদ্রূপবৈভব-ধামগত ৪র্থ (গূঢ়) অর্থ ঃ—

'ত্র্যধীশ্বর'-শব্দের অর্থ 'গূঢ়' আর হয় ।
'ত্রি'-শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের ধামত্রয় ঃ—

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥ ৯১ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণই ধামত্রয়ের সম্রাট্ ঃ—

অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম ।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৯২ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ড ও দিক্‌সমূহের অধিপতিগণের বন্দিত-চরণ কৃষ্ণ ঃ—

পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥ ৯৩ ॥
তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥ ৯৪ ॥
মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্‌ঝনি ।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥ ৯৫ ॥

স্বারাজ্যলক্ষ্মীর অর্থ ঃ—

নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥ ৯৬ ॥

তিনি—কৃষ্ণসেবিকা ঃ—

সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণ কাম ।
অতএব বেদে কহে 'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্য—অগাধ অমৃতসিন্ধু ঃ—

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য—অপার অমৃতের সিন্ধু ।
অবগাহিতে নারি, তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥" ৯৮ ॥

ঐশ্বর্য্য-মাধুরী বর্ণন করিতে গিয়া প্রভুর কৃষ্ণবিগ্রহমাধুরী-স্ফূর্ত্তি ঃ—

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল ।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥ ৯৯ ॥

অনুভাষ্য

৮৩। মধ্য, ২১শ পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৪। ব্রহ্মাণ্ড শতকোটিযোজন ধরিলে তদৰ্দ্ধ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন হয়। মনু লিখিয়াছেন,—"স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।" সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২ অধ্যায়ে ৯০ শ্লোকে "খ-ব্যোম-খত্রয়-খসাগর-ষট্‌কনাগ-ব্যোমাষ্টশূন্য-যমরূপ-নগাষ্টচন্দ্রাঃ। ব্রহ্মাণ্ডসম্পুট-পরিভ্রমণং সমন্তাদভ্যন্তরে দিনকরস্য করপ্রসারঃ।।" সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গ্রহগণিতে মধ্যমাধিকারে কক্ষা-প্রক্রমে তথা গোলাধ্যায়ে ভুবনকোশে ৬৭ শ্লোকে—"কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্‌ক-নখভূভূভৃদ্-ভুজঙ্গেন্দুভির্জ্যোতিঃ শাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষা-মিমাং যোজনৈঃ তদ্ব্রহ্মাণ্ড-কটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্য-দৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ।।"*

১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন খ-কক্ষা ; উহাকে কেহ কেহ ব্রহ্মাণ্ড-কটাহদ্বয়ের মিলনস্থলের বেষ্টন-পরিমাণ বলেন।

৮৮। মধ্য, ২১শ পঃ ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯১। গোলোকে প্রকোষ্ঠত্রয়—(১) গোকুল, (২) মথুরা, (৩) দ্বারকা। কৃষ্ণলীলার প্রকোষ্ঠত্রয়ের ন্যায় গৌরলীলাতেও অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠত্রয় আছে,—(১) নবদ্বীপ-মণ্ডল, (২) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল, (দাক্ষিণাত্য?) ও (৩) ব্রজমণ্ডল।

৯৩। মধ্য, ২১শ পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৬। কৃষ্ণ—স্বারাজ্যলক্ষ্মীরূপ নিজ-চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া নিত্য বিরাজমান। ভগবানের চিচ্ছক্তিসম্পত্তিকেই 'ষড়ৈশ্বর্য্য' বলে। চিচ্ছক্তি—চিচ্ছক্তিমদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণের নিজশক্তি ও সেবিকা।

---

* *মনু লিখিয়াছেন,—'তিনি স্বয়ং নিজ ধ্যান হইতে, সেই ব্রহ্মাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।" সূর্য্যসিদ্ধান্তে—"ব্রহ্মাণ্ডের কক্ষা ১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০ যোজন ; ইহার মধ্যে সূর্য্যের কিরণের বিস্তার।" সিদ্ধান্তশিরোমণিতে—"জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিয়াছেন, আকাশকক্ষার পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। এই পরিমাণকে কোন কোন পৌরাণিক পণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহের বেষ্টনের পরিমাণ বলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা লোকালোক পর্ব্বতের পরিমাণ।"*

স্বীয় নরলীলোপযুক্ত অলৌকিক লীলা-মাধুর্য্যে কৃষ্ণ স্বয়ংই মুগ্ধ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১২)—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্‌।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্‌॥১০০॥

দ্বিভুজ চিরকিশোর মুরলীধর-বিগ্রহ ঃ—

[যথা রাগঃ]

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহমাধুরী-বর্ণন ; কৃষ্ণরূপ—সর্ব্বসত্ত্বাকর্ষক ঃ—

কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ১০২ ॥ ধ্রু ॥

নিত্যলীলা-প্রকটনে যোগমায়ার প্রভাব-প্রদর্শন ঃ—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ।

অনুভাষ্য

১০০। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট অবস্থায় শ্রীল উদ্ধব তদ্বিরহে শোককাতর হইয়া শ্রীবিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের অতুল্য রূপ-মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যৎ (বিম্বং) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যং নরাকারং) স্বযোগমায়াবলং (নিজচিচ্ছক্তেঃ বীর্য্যং) দর্শয়তা (প্রকাশয়তা) [ভগবতা স্বয়ং] গৃহীতং (স্বীকৃতং) স্বস্য চ (আত্মনঃ অপি) বিস্মাপনং (বিস্ময়জনকং) সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্যাতিশয়স্য) পরং পদং (পরাকাষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা) ভূষণ-ভূষণাঙ্গং (ভূষণানাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্‌ তৎ স্ববিম্বং) [প্রদর্শ্য অন্তরধাৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

অনুভাষ্য

১০১। কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতারলীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে, তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনু-পাদেয়, সসীম, অবিচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে।

১০২। কৃষ্ণের মধুররূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা,—এই ভুবনত্রয়কে, বা অন্তঃপুর গোলোক-বৃন্দাবন, মধ্যমাবাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম,—এই ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ এবং তত্তৎ ত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণকে রূপ-মাধুরীতে আকর্ষণ করে।

অমৃতানুকণা—১০০। শ্রীশ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'লঘুভাগবতামৃতে' স্বীয় কারিকায় আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,—'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং'—এস্থলে 'যৎ'পদদ্বারা ইহার পূর্ব্বশ্লোকস্থিত 'স্ববিম্বং' এই 'বিম্ব'-পদ আকর্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে বিম্ব (শ্রীবিগ্রহ) মর্ত্ত্যলীলাসমূহের অতিশয় উপযোগী। নানাপ্রকার আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির সম্যক্‌ প্রকাশ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা তাঁহার অপরাপর দেবলীলা অপেক্ষাও অতীব মনোহারিণী। এস্থলে যে 'বিম্ব'-পদ, তদ্দ্বারা সদ্‌গুণাবলীসম্পন্ন পরব্যোমনাথাদি সকল স্ব-স্বরূপগণের মূলতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই ধ্বনিত হইল। অতএব, অশেষ রূপ ও গুণের আশ্রয় হেতু সেই বিম্ব যে বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য, তাহাই কথিত হইল। 'স্বযোগমায়াবলং'—স্বযোগমায়া অর্থাৎ চিৎশক্তি, তাঁহার 'বল' অর্থাৎ সামর্থ্য। তাঁহাকেই 'দর্শয়তা গৃহীতম্‌' অর্থাৎ সাক্ষাৎ করাইবার জন্য (তিনি যে বিম্ব) প্রকটিত করিয়াছেন। 'অহো, আমার চিৎশক্তির অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর, যাহার গন্ধমাত্রও দিব্যাতিদিব্য লোকসমূহে সম্ভবপর নহে'—এইরূপে চিৎশক্তি-প্রভাব দর্শন করাইতে শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার জগমোহন-রূপ যে-যোগমায়ার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে,—ইহাই সেই 'স্বযোগমায়া' ইত্যাদি পদের অভিপ্রায়। 'বিস্মাপনং স্বস্য চ'—সেই বিম্ব 'স্বস্য' অর্থাৎ নিজের ও পরব্যোমনাথাদি আত্মদর্শীর 'বিস্মাপন' অর্থাৎ নবনবায়মানরূপে পরমচমৎকারকারী। 'সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং'— 'সৌভগর্দ্ধি' অর্থাৎ মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা তাহার 'পরংপদ' অর্থাৎ নিত্য উৎকর্ষ-সম্পত্তির পরমাশ্রয়। 'ভূষণভূষণাঙ্গম্‌'—কৌস্তুভ, মকর-কুণ্ডলাদি যে ভূষণ, তাহারও ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধক যাঁহার অঙ্গসমূহ, সেই শ্রীবিগ্রহের অসমোর্দ্ধত্বই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে 'শ্রীকৃষ্ণের যে বিম্ব (শ্রীবিগ্রহ) নিজেরও অত্যন্ত বিস্ময়-উৎপাদনকারী'—এইরূপ বাক্যে যে দেহ-দেহি-ভেদ প্রতীত হইতেছে, তাহা ঔপচারিক (আরোপিত) মাত্র, যেহেতু ভগবান্‌ ও ভগবদ্বিগ্রহ উভয়ই অভিন্ন এবং সচ্চিদানন্দঘন। কূর্ম্মপুরাণেও সেইপ্রকার কথিত আছে—"দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"—পরমেশ্বরে কখনই দেহ-দেহি-ভেদ থাকে না।

এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥ ১০৩ ॥

নিজরূপ-ভোগার্থ নিজেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঃ—

রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
'স্বসৌভাগ্য' যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি-গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥ ১০৪ ॥

গোলোকের আশ্রয়বর্গ বিষয়ের রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাঁহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্তে বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণরূপে পরব্যোমের নারায়ণ ও লক্ষ্মীগণও আকৃষ্ট ঃ—

ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ১০৬ ॥

"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি, তদা মদনমোহনঃ" ঃ—

চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন'।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণবেণু-মাধুরী-বর্ণন ঃ—

নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি', স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণরূপ বর্ণন ঃ—

মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভগবত্তা একমাত্র ভাগবতেই বর্ণিত ঃ—

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—তাঁহার চিচ্ছক্তি-নামক যোগমায়ার সন্ধিনীগত বিশুদ্ধসত্ত্ব-তত্ত্বের পরিণামস্বরূপ।

১০৪। সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহ যে চিত্তত্ত্বের পরমসৌভাগ্য, তাহা এই কৃষ্ণরূপেই নিত্য অবস্থিতি করে।

অনুভাষ্য

১০৩। পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি-যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় রত্নস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন।

১০৪। কৃষ্ণরূপের অসামান্য চমৎকারিতা এরূপ যে, তাহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপন্ন করে এবং উহা আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণেরই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ ও বৈরাগ্যাত্মক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিজ সৌভাগ্যাতিশয় কৃষ্ণেই নিত্যস্থিত।

১০৫। অলঙ্কার—অঙ্গের ভূষণ ; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ-শোভা এতাদৃশ অপরূপ যে, কৃষ্ণের অঙ্গ যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। তাদৃশ অঙ্গশোভা-সত্ত্বেও ললিত-ত্রিভঙ্গে যেন অধিক পরিমাণে শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও চক্ষুর উপরিভাগে ধনুতুল্য ভ্রূ নৃত্য করিতেছে। তির্য্যগ্‌ভাবে অপাঙ্গদৃষ্টিরূপ বাণ ভ্রূধনুতে সংযোগ করিয়া রাধা এবং তদনুগ গোপীগণের মনকে বিদ্ধ করিবার উদ্দেশে দৃঢ়ভাবে সন্ধান করিতেছে।

অনুভাষ্য

১০৬। কৃষ্ণের রূপ এতাদৃশ মনোহর যে, তাহা প্রাকৃত-জগতের সকল প্রাণী ও দেবতা দূরে যাউক, ব্রহ্মাণ্ডের উপরি পরব্যোমস্থ নারায়ণাদি কৃষ্ণস্বরূপের মনও বলপূর্ব্বক হরণ করে। বেদে যে লক্ষ্মীগণকে একমাত্র 'পতিব্রতা-শিরোমণি' বলিয়া উক্তি করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম অভিলাষ করেন।

১০৭। গোপীর অনুকূল চিত্তবৃত্তিরূপ মনোরথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজসেবা স্বীকারপূর্ব্বক কন্দর্পের মনো-মথন করিয়া 'মদনমোহন'-নামে সংজ্ঞিত হন। রূপরসগন্ধশব্দ-স্পর্শাত্মক পঞ্চবাণাধিপ মদনের স্বসৌন্দর্য্যদ্বারা নারী-বিমোহনরূপ অহঙ্কার পদদলিত করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং নবকন্দর্প (ব্রজে অপ্রাকৃত নবীন মদন)-সজ্জায় গোপীগণের সহিত রাসে ক্রীড়া করেন।

১০৯। কৃষ্ণের গলদেশে যে মুক্তামালার হার আছে, উহা শুভ্র বকশ্রেণী-সদৃশ, কৃষ্ণের শিরোদেশে যে ময়ূরপাখা আছে, তাহা ইন্দ্রধনুতুল্য এবং কৃষ্ণের পীতবসন বিদ্যুতের ন্যায়। কৃষ্ণ —যেন নবমেঘসদৃশ, আর গোপীজন—যেন জগতের শস্য-রাশিসদৃশ। সেই শস্যনিচয়ের উপর মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় কৃষ্ণ স্বীয় লীলা-মৃতধারা বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদের জীবন-সঞ্চারী। বর্ষাকালে বক উড়ে, রামধনু এবং তড়িৎও দেখা যায়।

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ ॥" ১১০ ॥

কৃষ্ণগুণ-বর্ণনমুখে প্রভুর গোপীসৌভাগ্য বর্ণন ঃ—

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাত ধরি'।
গোপী-ভাগ্য, কৃষ্ণ-গুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥ ১১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪)—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণের তারুণ্যামৃত-সিন্ধুর লাবণ্যামৃত-তরঙ্গে গোপী নিত্য ভাসমানা ঃ—

তারুণ্যামৃত—পারাবার, তরঙ্গ—লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি—চক্রবাত, নারীর মন—তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণরূপ-সুধাপানে গোপী কৃতকৃতার্থ ঃ—

সখি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ-সুমাধুরী, পিবি' পিবি' নেত্র ভরি',
শ্লাঘ্য করে জন্ম-তনু-মন ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণরূপ-মাধুর্য্য—অসমোর্দ্ধ, নারায়ণে তদভাব ঃ—

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যিঁহো সর্ব্ব-অবতারী, পরব্যোম-অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ ১১৫ ॥

প্রমাণ,—নারায়ণী লক্ষ্মীরও কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভ ঃ—

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি' সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিলা তপস্যা ॥ ১১৬ ॥

অন্যান্য প্রকাশবিগ্রহে স্বেচ্ছানুরূপ প্রয়োজনমত স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ মাধুর্য্যাংশ-প্রকটন ঃ—

সেই ত' মাধুর্য্য-সার, অন্য-সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো—মাধুর্য্যাদি-গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥ ১১৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য ও গোপীপ্রেম, উভয়ই নিত্যনবনবায়মান ঃ—

গোপীভাব-দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥ ১১৮ ॥

রাগানুগা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণমাধুর্য্য সুদুর্ল্লভ ঃ—

কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি-ভক্তি, জপ, ধ্যান,
—ইঁহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। মাধুর্য্য ভগবত্তাসার,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য,—এই ছয়টী গুণকে 'ভগবত্তা' বলে ; তন্মধ্যে সমগ্র শ্রীর নাম 'মাধুর্য্য'। তাহাই ষড়্বিধ ভগবত্তার সার ; তাহারই নামান্তর 'মাধুর্য্য' ; শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে মাধুর্য্যপ্রধান ভগবত্তা এবং নারায়ণাদিতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবত্তা।

১১৩। নিত্যতরুণতারূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গবৎ লাবণ্যসার কৃষ্ণ-শরীরে লক্ষিত হয়। তাহাতে ভাবোদ্গম আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণি, এবং বংশীধ্বনি—ঘূর্ণিবায়ু ; এমতস্থলে নারীর চিত্ত তৃণপাতের ন্যায় পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারে না।

১১৭। সেই কৃষ্ণমাধুর্য্য—অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য কোন গুণাদিদ্বারা সিদ্ধ নয়। সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার অন্যান্য প্রকাশে অর্থাৎ নারায়ণাদি-মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রকাশের দ্বারা যে যে কার্য্য হইবে, তদনুরূপ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি গুণ প্রকট করাইয়াছেন।

অনুভাষ্য

১১০। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের ভগবত্তা-সারই মাধুর্য্য ; ঐ মাধুর্য্য ব্রজেই প্রচারিত হইয়াছে। সেই ভক্তহৃদয়োন্মাদিনী মাধুর্য্য-কণা দ্বৈপায়নপুত্র শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে ভক্তগণের জন্য বর্ণনা করিয়াছেন।

১১১। মথুরাবাসিনীগণ গোপীর অসামান্য সৌভাগ্য ও কৃষ্ণের অলৌকিক গুণ ভাবভরে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীগৌরহরি 'কৃষ্ণরস' বলিতে গিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়া সনাতনের হাত ধরিয়া প্রেমাবেশে সেই শ্লোক পড়িলেন।

১১২। আদি, ৪র্থ পঃ ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। চক্রবাত—গোলাকার চক্রসদৃশ ঘূর্ণিবায়ু।

ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতেই অন্যান্য ভগবত্তা ঃ—

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয়।
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয় ॥ ১২০ ॥

কৃষ্ণ—নিখিল চিন্ময়সদ্‌গুণ-সমাশ্রয় ঃ—

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১২১ ॥

কৃষ্ণরূপমাধুর্য্য-পানে অনিমেষত্ব আকাঙ্ক্ষ চক্ষু ঃ—

কৃষ্ণ দেখি' যত জন, কৈল নিমিষে নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।"
সেই সব শ্লোক পড়ি', মহাপ্রভু অর্থ করি',
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণমুখপদ্ম-মধুপানে জড়সুলভ তৃপ্তি নাই ; গোপীগণের প্রতিক্ষণে আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।২৪।৬৫)—

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ১২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১২৪

কামগায়ত্রী—সাক্ষাৎকৃষ্ণবিগ্রহ, এক একটী অক্ষর—এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঃ—

[যথা রাগঃ]

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর 'চন্দ্র' হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈলা কামময় ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নারায়ণাদির যে বৈভবসত্তা, তাহাকে কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা বলিয়া জানিবে।

১২১। নারায়ণে শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতিরূপ যে-সকল গুণগণ প্রদীপ্ত, সে সমস্ত কৃষ্ণের দ্বারা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সৌশীল্য, মৃদুতা ও বদান্যতা কৃষ্ণ বিনা অন্য কোন প্রকাশে দেখা যায় না।

অনুভাষ্য

১১৯। কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধনবশে মাধুর্য্য-প্রাপ্তি ঘটে না ; কৃষ্ণমাধুর্য্য কেবলমাত্র রাগ-মার্গে কৃষ্ণ-নামভজনে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সহজপ্রাপ্য।

১২২। নিমিষে নিন্দন—চক্ষের আবরণ-পত্রকে 'পক্ষ্ম' বলে। তাহা চক্ষের উপরে সন্নিবেশ করায় দৃষ্টির বাধা হয় বলিয়া নিন্দা।

১২৩। শ্রীল শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে যদুবংশ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উদ্দেশ্য ও সর্ব্বলোক-মনোহর অতুল সুন্দর রূপমাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন,—

যস্য (কৃষ্ণস্য) মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং (মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারূ শোভিতৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ সমুজ্জ্বলৌ যৌ কপোলৌ গণ্ডদেশৌ, তাভ্যাং সুভগং কমনীয়ং) সবিলাসহাসং (সবিলাসঃ সলীলঃ হাসঃ যস্মিন্ তৎ) নিত্যোৎসবং (নিত্যম্ উৎসবঃ আনন্দঃ যস্মিন্ তৎ) আননং (মুখপদ্মং) নার্য্যঃ নরাঃ দৃশিভিঃ (নেত্রৈঃ) পিবন্ত্যঃ [অপি] ন তু ততৃপুঃ (তৃপ্তাঃ) [নিমেষোন্মেষমাত্রব্যবধানমপ্যসহমানাস্তৎকর্ত্তুঃ] নিমেঃ (বিধাতুঃ) কুপিতাঃ (ক্রুদ্ধাঃ চ বভূবুঃ)।

১২৪। আদি, ৪র্থ পঃ ১৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৫। কামগায়ত্রী—মধ্য ৮ম পঃ ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কাম-গায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষরই কৃষ্ণাঙ্গে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রোপম, এবং উহা—কৃষ্ণস্বরূপ, যেহেতু উহা—সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়-সমন্বিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৩। যাঁহার মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডল-শোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস—এইসমস্ত নিত্যোৎসব চক্ষু-র্দ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শন-বাধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইতেন।

১২৫। কামগায়ত্রীমন্ত্র—কৃষ্ণস্বরূপ। কামবীজকে অর্দ্ধ অক্ষর ধরিয়া তাহাতে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হয়।

অমৃতানুকণা—১২৫। "পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, বেদমাতা গায়ত্রীও গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি কামগায়ত্রীরূপ ধারণ করেন। * * কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি। সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা করত গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা-গায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।" (জৈবধর্ম্ম, ৩২ অঃ)

কৃষ্ণের ২৪৷৷০টী অঙ্গ-চন্দ্রের উপর শ্রীমুখচন্দ্রের রাজত্ব ঃ—

সখি হে, কৃষ্ণ মুখ—দ্বিজরাজ-রাজ ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্য-শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ১২৬ ॥ ধ্রু ॥

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণি-সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। দ্বিজরাজচন্দ্র—চন্দ্রের রাজা। সেই কৃষ্ণমুখচন্দ্র রাজা হইয়া, কৃষ্ণশরীররূপ সিংহাসনে বসিয়া, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি) চন্দ্রের সমাজ লইয়া মাধুর্য্যরাজ্য শাসন করিতেছেন। কোথায় কোন্ চন্দ্র, তাহা পরে কথিত হইতেছে।

১২৭। অষ্টমী-ইন্দু—অৰ্দ্ধচন্দ্র।

অনুভাষ্য

১২৬। কৃষ্ণমুখমণ্ডল-চন্দ্রই চন্দ্ররাজ ; (১) মুখচন্দ্র, (২) বামগণ্ডচন্দ্র, (৩) দক্ষিণগণ্ডচন্দ্র, (৪) চন্দনবিন্দুচন্দ্র, (৫-১৪) করনখচন্দ্র, (১৫-২৪) পদনখচন্দ্র, (২৪৷৷০) ললাটের অৰ্দ্ধচন্দ্র;—এই ২৪৷৷০টী চন্দ্রের সমাজ লইয়া কৃষ্ণমুখ-চন্দ্ররাজা কৃষ্ণ-দেহরূপ রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা'-গ্রন্থে সার্দ্ধচব্বিশ-অক্ষরাত্মক কামগায়ত্রী-মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা-রহস্য জ্ঞাপন করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—"হে বৈষ্ণবগণ, আমার এই 'কামগায়ত্রী'-র ব্যাখ্যার লিখন-বৃত্তান্ত আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রাকৃত বর্ণানুক্রমে কামগায়ত্রীর বর্ণসংখ্যা সাড়ে চব্বিশ বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, সেই মতানুসারে আমিও তাহা লিখিতেছি। তাহা যথা,—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।"—এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বমতানুসারে অনুক্রম সংস্থাপিত হইতেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা 'পঞ্চবিংশতি' পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রমাণে বা কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধ-চতুর্ব্বিংশতি বলিলেন, তাহা আমার বুদ্ধিগোচরের অভাব। নানা পাঠ্য ও শ্রাব্য শাস্ত্রবিচারে অৰ্দ্ধাক্ষরের সম্ভাবনা নাই, অতএব মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যদি কেহ বলেন, মাত্রাহীন 'ত'কার (ৎ)—অৰ্দ্ধাক্ষর, তাহা হইলে মাত্রাহীন অক্ষর এস্থলে অন্য আরও আছে, অতএব ইহাও নহে। ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, নাট্য-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ-ভেদে পঞ্চাশৎ বর্ণই নির্ণীত আছে, সেস্থলে কোন অৰ্দ্ধাক্ষর নাই। তাহা যেমন,—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"—এইরূপে 'অ'-কারাদি ও 'ক'-কারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ,—এইপ্রকার অন্য ব্যাকরণেও। পুনরায় বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা—পঞ্চাশৎ-বর্ণরূপিণী। এইপ্রকারে অন্য শাস্ত্রেও এবং মাতৃকাদি-প্রকরণেও কোথাও আমি সার্দ্ধ-পঞ্চাশৎ বর্ণক্রম দেখিলাম না। তাহা হইলে এইসকল শাস্ত্র কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বুদ্ধিগোচর হয় নাই? ইহাও সম্ভব নহে, যেহেতু তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য বলিয়া সকলই জ্ঞাত আছেন।

পুনরায়, যদি মাত্রাহীন 'ত'কার (অর্থাৎ সর্ব্বশেষ 'প্রচোদয়াৎ'এর 'ৎ')-কেই অৰ্দ্ধাক্ষর-রূপে নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ক্রমভঙ্গ করিয়া (অৰ্দ্ধচন্দ্র) লিখিয়াছেন? যেহেতু উক্ত বর্ণক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-গণ্ড-চরণান্ত এইক্রমে সর্ব্বশেষ যে শ্রীচরণ হয়, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ললাটে অৰ্দ্ধচন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহা যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষাপ্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারে,—"সখি হে, কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ। কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।। দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ, সেই দুই পূর্ণচন্দ্র মানি।। * * সব লোক করে আপ্যায়িত।।"—এইরূপে দ্বিবিধ অনুবাদ-দ্বারা বহু বাদানন্তরেও এস্থলে কোন মীমাংসা হইল না। তখন সকল উপায় ত্যাগ করিয়া অন্নপানাদি ছাড়িয়া আমি মনোদুঃখে দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে রাধাকুণ্ডতটে গমন করিলাম। যখন মন্ত্রাক্ষর অবগতি না হয়, তখন কিরূপে মন্ত্রদেবতা গোচর হইবেন, অতএব দেহত্যাগই কর্ত্তব্য, (স্থির করিলাম)।

তাহার পর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে পর আমি তন্দ্রা লাভ করিলে দেখিলাম যে, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আসিয়া বলিতেছেন,—'হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে, তাহাই সত্য। সে আমার নর্ম্মসখী—আমার অনুগ্রহে আমার অন্তর সকলই জানে। সুতরাং তাহার বাক্যে সন্দেহ করিও না। ইহা আমার উপাসনা-মন্ত্র—আমিও এই মন্ত্রাক্ষরদ্বারা বেদ্যা। আমার অনুগ্রহ বিনা অন্য কেহই তাহা জানিতে পারে না। 'বর্ণাগমভাস্বৎ'-এ অৰ্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ যাহা আছে, যাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া সকলের উপকার-জন্য প্রমাণ সংগ্রহ কর।" ইহা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র চেতনা লাভ করিলাম। জাগ্রত হইয়া সন্দেহ মোচন হওয়ায় 'হা রাধে' এইরূপ মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করত তাঁহার আদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা পালনের জন্য যত্নবান্ হইলাম। অৰ্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকা-বাক্য যথা—"ব্যস্ত-যকারোঽৰ্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽৰ্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্রঃ।" অন্তে 'বি'-যুক্ত 'য'-কার—অৰ্দ্ধাক্ষর (অর্থাৎ 'কামদেবায়'-পদের 'য'-কারের পর 'বিদ্মহে'-পদের 'বি'-অক্ষর থাকায় উক্ত 'য'-কার অৰ্দ্ধাক্ষর')। উহাই ললাটে অৰ্দ্ধচন্দ্র-স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। * * 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ'-এ প্রমাণ, যথা—"বিকারান্ত-যকারেণ অৰ্দ্ধাক্ষরং প্রকীৰ্ত্তিতম্।।"

করনখ—চান্দের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১২৮ ॥

বিলাস-মত্ত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কৃষ্ণমুখপদ্ম—গোপীচিত্ত বিদ্ধকারী ঃ—

নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র—লীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুর্গুণ—দুই কাণ,
নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ১২৯ ॥

মহাবদান্যরূপে সকলকে অঙ্গ-চন্দ্রনিচয় হইতে অমৃত-বিতরণ ঃ—

এই চান্দের বড় নাট, পসারি' চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১৩০ ॥

কামক্রীড়ামত্ত মুখচন্দ্ররাজের মন্ত্রী ও প্রমোদ-বিলাস-ভবনাদি-বর্ণন ঃ—

বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য—কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণমুখচন্দ্র-দর্শনে গোপীর নবনবায়মানা, নিত্য বর্দ্ধমানা, পরম-চমৎকারময়ী চিন্ময়ী অতৃপ্তি, তজ্জন্য বিধি-নিন্দা ঃ—

যাঁর পুণ্যপুঞ্জ-ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে—মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ ১৩২ ॥

বিধি—কৃষ্ণমাধুরী-রস-বোধহীন ঃ—

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥ ১৩৩ ॥

বিধিকে পরামর্শ ও উপদেশ-দান ঃ—

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণের অঙ্গমাধুরী, বদন-মাধুরী ও হাস্য-মাধুরীতে গোপীভাবান্বিত প্রভুর লোভ ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—সিন্ধু, সুমধুর মুখ—ইন্দু,
অতি-মধু স্মিত—সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে, স্বহস্ত-চালন ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। বিপুল বিস্তৃত অরুণবর্ণ-স্বরূপ দুই নয়ন—সেই কৃষ্ণমুখ-রূপ রাজার মন্ত্রী, তাহা মদনের মদকে নষ্ট করে।

১৩২। 'দুই আঁখি কি করিবে পানে'—দর্শকের দুইটী চক্ষু কিরূপে সেই অমৃতসমুদ্র পান করিতে পারে?

১৩৫। 'এ তিনে লাগিল মন'—কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—যেন সিন্ধু,

অনুভাষ্য

১২৮। ঠাট—স্থিতি ; নাট— নাট্য।

১২৯। কৃষ্ণমুখচন্দ্র—বিলাসী রাজা ; সেই মুখচন্দ্র মকুর-কুণ্ডল ও নেত্রপদ্মকে সর্ব্বদা নৃত্য করান। ভ্রূ—ধনুসদৃশ, নেত্র—তাহার শর ; কর্ণদ্বয়—ধনুর্গুণে আবদ্ধ ; আকর্ণবিস্তৃতচক্ষুর্দ্বারা কৃষ্ণ গোপ-নারীমন-রূপ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করে।

১৩০। এই মুখচন্দ্রের নাট্য সকলকেই অতিক্রম করে এবং অন্য সাড়ে তেইশটী চন্দ্ররূপ পণ্যদ্রব্যে হাট বিস্তার করিয়া নিজামৃত বিনামূল্যে বিতরণ করে। কোন ক্রেতাকে মধুর হাস্যরূপ জ্যোৎস্নামৃতদ্বারা, কোন ক্রেতাকে অধরামৃতদ্বারা এবং অন্যান্য সকলকে অন্যপ্রকারে আপ্যায়িত করেন।

১৩২। ভক্তিজনিত অনুষ্ঠানেই ভক্ত্যুন্মুখী 'সুকৃতি' উৎপন্ন হয়। অবলোকনকারীর দুইটী চক্ষুদ্বারা তাদৃশ কৃষ্ণমুখ কতটুকুই পান করা সম্ভব হয়? তাহার তৃষ্ণা ও লোভ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইলেও অভীপ্সিত পরিমাণ-মত পান করিতে না পাইয়া, নিজের অযোগ্যতা ও অভাববশতঃ তাহার মন বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয় ; দ্রষ্টা তখন দুঃখিতচিত্তে নিজসৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষ দিতে থাকে।

১৩৩। অতৃপ্ত দ্রষ্টা তখন খেদসহকারে বলেন যে,—'আমার লক্ষ-কোটি চক্ষু নাই, কেবলমাত্র দুইটী আছে, তাহাও আবার পাতা দিয়া ঢাকা ; মাঝে মাঝে যখন স্বল্পক্ষণের জন্য পলক পতিত হয়, তৎকালেও আবার কৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাত হয়। এইজন্য শরীর-নির্ম্মাণ-কর্ত্তা বিধি—নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং কৃষ্ণদর্শন-সেবা ছাড়িয়া তুচ্ছ তপস্যারত হওয়ায় আদৌ 'রসজ্ঞ' নহেন, সৃষ্ট্যাদি শুষ্ককার্য্যকারক-মাত্র,—কোথায় কিরূপ বিধান করা উচিত, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

১৩৪। আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণমুখদ্রষ্টার কোটি

গোপীর নিকট কৃষ্ণাঙ্গ, কৃষ্ণানন ও কৃষ্ণহাস্য-
মাধুরীর তারতম্য ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি-মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥১৩৬॥

গোপীভাবান্বিত প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে নিত্যবর্দ্ধমান-অতৃপ্তি ঃ—

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য—অমৃতের সিন্ধু ।
মোর মন—সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব, বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥ ১৩৭ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণাঙ্গ—মধুর, কৃষ্ণমুখ—মধুরতর, কৃষ্ণহাস্য—মধুরতম ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর ।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎস্না-ভর ॥ ১৩৮ ॥

সমগ্র ত্রিভুবনই—সেই হাস্যচন্দ্রিকালোক-স্নাত ঃ—

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর ।
আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণের ক্রীড়াবিগ্রহ বেণু-মাধুরীতে ত্রিভুবনই উন্মত্ত ঃ—

স্মিত-কিরণ-সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে ।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণবংশী—ব্রহ্মাণ্ড, পরব্যোম ও গোলোকস্থ যাবতীয়
শুদ্ধসত্ত্বের, বিশেষতঃ শৃঙ্গার-রসের
আশ্রয়বর্গের উন্মাদিনী ঃ—

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে ।
সবা মাতোয়াল করি', বলাৎকারে আনে ধরি',
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ ১৪১ ॥

বেণুমাধুরীর প্রভাব ঃ—

ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি' আনে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহার সুমধুর মুখ—যেন তদুখ চন্দ্র, এবং তাঁহার অতি মধুর হাসি—যেন সেই চন্দ্রের কিরণ—এই তিনটীতে মন লাগিল।

১৩৬। এই কৃষ্ণের বপু—মধুর, ইঁহার বদন—মধুর ও ইঁহার মৃদুহাস্য—মধুগন্ধি ; অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর।

১৩৭। ধাতুতে ত্রিদোষ জন্মিলে তাহাকে 'সন্নিপাত' বলে। আমার মন যখন, কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্য, কৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য ও কৃষ্ণের হাস্যমাধুর্য্য,—এই তিনটীর আঘাত পাইয়া পীড়িত হইয়াছে, তখন আমার মন যে সন্নিপাত-রোগেই পীড়িত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা সেই সেই সৌন্দর্য্যরসসমুদ্রের প্রতি পিপাসু হইয়া দৌড়াইতেছে। সাধারণ সন্নিপাত-রোগের বৈদ্য যেরূপ রোগীকে একবিন্দুও জলপান করিতে দেয় না, তদ্রূপ আমার এই রোগের বৈদ্য কৃষ্ণ বই আর কেহ না থাকিলেও তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যামৃত-সমুদ্রের একবিন্দুও আমাকে পান করিতে দেন না,—ইহাই দুঃখ (দুর্দ্দৈব)!!

অনুভাষ্য

চক্ষু বিধান করিলেই বিধিকে আমি সৃষ্টিকরণ-বিষয়ে যোগ্য বলিয়া জানিতাম।

১৩৫। সাধারণতঃ প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণের অঙ্গরূপ মাধুর্য্য-সমুদ্র-দর্শন, বিশেষ দ্বিতীয়-দৃষ্টিতে অঙ্গ-সিন্ধুস্থিত সুমধুর মুখ-চন্দ্র এবং সবিশেষ তৃতীয়-দর্শনে মধুরাদপি অতিমধুর মৃদুহাস্য-রূপ মুখচন্দ্র-কিরণ,—এই তিনের মাধুর্য্য প্রভুর শ্লোকপাঠ-কালে ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে লাগিল এবং প্রভুর স্বহস্তচালন-বিকার দেখা দিল।

১৩৬। অস্য বিভোঃ (কৃষ্ণস্য) বপুঃ (মূর্ত্তিঃ অঙ্গং বা) মধুরং মধুরং (তাদৃশ-স্বয়ংরূপেতর-সর্ব্ববিগ্রহাণাং রূপতারতম্যেন অতি-মধুরম্) ; [কৃষ্ণস্য] বদনং (চ) মধুরং মধুরং মধুরং (কৃষ্ণাঙ্গ-তারতম্যেন অতিতরং মধুরম্) ; অহো, এতৎ মধুগন্ধি (মধু-সুরভিযুক্তং) মৃদু-স্মিতং (মন্দহাস্যং চ) মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং (কৃষ্ণদেহ-কৃষ্ণমুখ-তারতম্যেন অতিতমং মধুরম্)।

১৩৭। বিপ্রলম্ভ-রসে গোপীভাবে ভাবিত প্রভুর কৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদ-পিপাসা এত তীব্র যে, তিনি অপার কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াও অপ্রাকৃত পরমচমৎকারময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধন-শীল তৃপ্ত্যভাবহেতু প্রবল আবেগ ও উৎকণ্ঠাবশতঃ সামান্য পরিমাণেও কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পাইতেছেন না বলিয়া খেদ ও আক্ষেপ করিতেছেন।

১৩৮। তাঁর—কৃষ্ণমুখচন্দ্রের ; (স্মিত জ্যোৎস্না-ভর)—কৃষ্ণমুখে মন্দহাস্য—যেন গোপীজনাহ্লাদকারিণী চন্দ্রিকার পূর্ণালোক।

১৩৯। যদিও শ্রীমুখের একপার্শ্বে সেই হাস্য দেখা দেয়, তাহা হইলেও তাহাতে গোলোক, পরব্যোম ও দেবীধাম ব্যাপ্ত হইয়া, দশদিক্ আলোকে ভরিয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১৪২ ॥

নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি' আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণেতর নিখিলশব্দ-স্তম্ভনকারী ঃ—

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বুঝিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ১৪৪ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম ঃ—

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলুঁ আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত-ভ্রম করি', নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ১৪৫ ॥

গোপীভাবান্বিত প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যগ্রস্ত স্বীয় চিত্তের বশ্যতা ও সৌভাগ্য প্রখ্যাপন ঃ—

আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি' ॥" ১৪৬ ॥

প্রভুর ক্ষণকাল মৌনভাব ঃ—

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক মৌন করি' রহে।
মনে এক করি' পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য-শ্রবণকারীর কৃষ্ণপ্রেমসুখে নিমজ্জন ঃ—

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে, সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। নীবি—ঘাগ্‌রার কোমরবন্ধ-বাশি।

১৪৪। 'কাণের ভিতর বাসা করে'—'আমরা—গোপী, আমাদের কাণের ভিতর বংশীধ্বনি বাসা করে অর্থাৎ সর্ব্বদা যেন কাণে লাগিয়াই আছে।'

১৪৫। এই প্রেমাবেশে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া মহাপ্রভু যে রসসন্দর্ভ আনিলেন, এই স্থান তাহার বর্ণন-স্থল নয় ; অতএব বলিতেছেন,—আমি একবিষয় বলিতে অন্য বিষয় বলিতেছি ; কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার চিত্তভ্রম জন্মাইয়া তাঁহার নিজের ঐশ্বর্য্যমাধুরী তোমাকে শুনাইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪০। স্মিতকিরণ-সুকর্পূরে—অল্পহাস্যকিরণরূপ কর্পূরে। পৈশে—প্রবেশ করে।

১৪১। অণ্ড ভেদি'—ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত-রাজ্য ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে গমন করে এবং বলপূর্ব্বক গোপীজন-জগতের কর্ণে প্রবেশ করে।

১৪৪। কৃষ্ণের বংশীর রব গোপীজনের কর্ণে আবাস স্থাপন করিয়া আপনা হইতেই ধ্বনি-স্ফূর্ত্তিতে গোপীকে উন্মত্তপ্রায় রাখেন, তখন তাঁহার কর্ণে অন্য কোন শব্দ প্রবেশ করিতে না পারায়, তিনি অন্যমনা হইয়া যথাযথ উত্তর দিতে পারেন না। সেই বংশীধ্বনি গোপীকে সম্পূর্ণ বিমনা করিয়া ফেলে।

ইতি অনুভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমেই জীবের তত্ত্ব, পরে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং কেবল-জ্ঞানযোগাদির অকর্ম্মণ্যতা, সর্ব্বজীবের ভক্তি-বিষয়ক কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জ্ঞানিদিগের মুক্ত্যভিমান যে বৃথা, তাহাও দেখাইয়াছেন। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযোগে অভীষ্ট বা প্রয়োজনাদি সমস্তই সিদ্ধ হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজনকালে সেই সকল কাম অজ্ঞতা-বশতঃ কিছু অনুস্যূত থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাহা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি দেন। মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, এইজন্য সাধুসঙ্গ অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তিতে অধিকার দেয়। অতঃপর প্রভু উহার এবং অনন্যভক্তদিগের প্রকারভেদ এবং বৈষ্ণবদিগের স্বভাবসকল বর্ণন করিলেন। স্ত্রীসঙ্গ